দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শাহ আমানত হলে নানা সমস্যা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত সৌন্দর্যময় ও ঐতিহ্যবাহী হল হলো শাহ আমানত হল। বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এই হলটি। এই সমস্যাগুলো হচ্ছে---এক, কেন্টিন সমস্যা। এখানে আজও কোন কেন্টিন চালু হয়নি। ফলে ছাত্রদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তাছাড়া বাইরে খাবারের তেমন সুব্যবস্থা নেই। অনেক কষ্টে ছাত্ররা দিন কাটাচ্ছে। কেন্টিন চালুর ব্যাপারে প্রশাসনের সাথে ছাত্ররা কথা বলছে। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েই আসছে শুধু। কিন্তু ১০।১৫ বছরেও তা চালু হল না। দুই, এ হলে নামাজের কোন ব্যবস্থা নেই। কেন্টিন রুমটি মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করছে। নামাজের জন্য ছাত্রদের অজু করার ব্যবস্থা নেই। তিন, ডাইনিং হলে খাবার দেয়া হয় অত্যন্ত নিম্নমানের। ভাতে পাথর মিশ্রিত থাকে ও তরকারির অবস্থা অত্যন্ত করুণ, যা খেয়ে ছাত্ররা পেটের পীড়ায় ভুগছে। তাছাড়া ডাইনিং হলে বসার সুব্যবস্থা নেই। চার, পাঠাগারে পর্যাপ্ত পরিমাণে বই নেই এবং দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের পরিমাণ অত্যন্ত অপ্রতুল। পাঁচ, এই হলে খেলাধুলার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। যা আছে তা খুবই অপ্রতুল। হলে কোন প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করছেন না। ফলে ছাত্রদের সাংস্কৃতিক চর্চা ব্যাহত হচ্ছে। এ হলে কোন অতিথি রুম নেই। প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে অতিথিদের সাথে কথা বলে বিদায় দিতে হয়। হলের চতুর্দিকে Boundary wall নেই। ফলে ছাত্রদের জিনিসপত্রেরও নিরাপত্তা অনিশ্চিত।

নতুন ভবনের রুমগুলো সিডিউল অনুপাতে না হওয়াতে রুমে সিট বসছে না। ফলে ছাত্ররা এলোপাতাড়ি সিট বসিয়ে থাকছে। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েও এর কোন সমাধান আজও করেননি।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও হল প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর সমাধানের ত্বরিত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

এস,এম মতিউর রহমান (হাসান),
শাহ আমানত হল,
কক্ষ নং--ব/খ-৬,
পদার্থবিদ্যা বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

পাবলিক লাইব্রেরী চাই

ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত যে কয়টি উপজেলা আছে, এর মধ্যে আলফাডাঙ্গা উপজেলা অন্যতম। এই উপজেলা সদরে সরকারী অফিস-আদালত, ব্যাংক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও একটি কলেজ, দু'টি উচ্চ বিদ্যালয় ও কয়েকটি মাদ্রাসা রয়েছে। দুঃখের বিষয় এখানে কোন "পাবলিক লাইব্রেরী" নেই। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও বিভিন্ন পেশার মানুষের অবসর সময় কাটানোর জন্য একটি 'পাবলিক লাইব্রেরী' বিশেষ প্রয়োজন। আলফাডাঙ্গা উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় একটি "পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করলে ছাত্র-ছাত্রী, কর্মজীবী, সাধারণ মানুষও বইপত্র এবং খবরের কাগজ পড়ার সুযোগ পাবে। আশা করি, উপজেলা কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দেশের শিক্ষার প্রসার ও সমাজ উন্নয়নের স্বার্থে এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

--নিখিল কুমার কুণ্ডু,
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ,
৯, পশ্চিম ভবন,
জগন্নাথ হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।